International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-III, November 2016, Page No. 1-8
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভট্টলোল্লট ও তাঁর উৎপত্তিবাদ : একটি সমীক্ষা

মিঠুন হাওলাদার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Bhattalollata was one of the earliest thinkers who attempted to explain Rasasutra of Bharat. Bhattalollata lived in Kashmir in the late 8th Century or the early 9th. His works have unfortunately been lost. The gist of his views is provided by Abhinavagupta in his Abhinavabharati and Mammata in his Kavyaprakasa. Bhattalollata's theory is described as Utpattivada (origination). His contribution to the Rasa theory is in the context of two words in Bharata's sutra i.e. Sanyoga and nispatti. Bhattalollata assigned three definitions to the term Sanyoga – (a) Utpadya – utpadak bhava, (b) Gamya-gamaka- bhava, (c) Posyaposaka- bhava. Even the concept of Nispatti has been assigned three meanings – (a) Utpatti, (b) Pratiti, (c) Upaciti. Bhattalollata uses all three definitions of the two terms, in different combinations, explaining the different " Phases" or aspects of the process of rasanispatti. It would be profitable to examine these stages in order to grasp the essence of the Rasa theory. Bhattalollata's theory of Utpattivada says that the sthayibhavas residing in the human heart are transformed into Rasa. In this process the vibhavas are the cause, the anubhavas are the effect and the Vyabhicaris are the Collaborators. Bhattalollata's theory follows Mimamsa and Vedanta Philosophy. This paper focuses on Bhattalollata's theory of Utpattivada.

Key Words: Bhattalollata, Utpattivada, Sanyoga, Nispatti, Vibhava, Anubhava.

ভট্টলোল্লট ছিলেন খ্রীষ্টীয় নবম শতকের কাশ্মীরী আলংকারিক। তিনি পূর্বমীমাংসার মতানুসারে রসসূত্রের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম ছিল 'রস-বিবরণ'। প্রসিদ্ধ টীকাকার মাণিক্যচন্দ্র তাঁর 'কাব্য-প্রকাশসঙ্কেত' নামক ভাষ্যে মন্তব্য করেছেন যে, রসতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে লোল্লটের 'রস বিবরণ' পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী' এবং মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে' ভট্টলোল্লটের রসতত্ত্ব বিষয়ক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তিঃ" –নাট্যশাস্ত্রের এই সূত্রটি রসসৌধের ভিত্তি[১]। সত্রটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য রচয়িতাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। রসসূত্রে কেবলমাত্র বিভাব, অনুভব এবং সঞ্চারিভাব - যথাক্রমে এই তিনটি পদার্থেরই উল্লেখ আছে, স্থায়ীভাবের কোনও উল্লেখ মহর্ষি করেন নি। 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ মহর্ষির কিরূপ অভিপ্রেত ছিল তা অতিশয় সন্দিগ্ধ। 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থও স্পষ্ট করে মহর্ষি নির্দেশ করেননি। ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যানভেদের এই তিনটিই মুখ্য কারণ। ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে সন্দিগ্ধ স্থলের ব্যাখ্যা করে গেছেন[২]। সুতরাং মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। ভট্টলোল্লট মনে করেন সূত্রের

'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি' বলতে আমরা 'অভূত প্রাদুর্ভাব' বুঝে থাকি। 'যা ছিল না তা হওয়া' –এর নাম 'অভূত প্রাদুর্ভাব', এরই নাম উৎপত্তি। মৃত্তিকা থেকে ঘটের 'উৎপত্তি' হয়, কেন না, ঘট পূর্বে ছিল না, এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ। মৃত্তিকা এর উৎপাদক কারণ। সেরূপ রসও একটি অপূর্ব বস্তু। 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'জন্য জনক সম্বন্ধ'। বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারীভাব সকলেই জনক। রস জন্য। 'জন্য-জনকে'র সমার্থক পরিভাষা 'উৎপাদ্য-উৎপাদক'। সেই জন্য ভট্টলোল্লট সাহিত্য-মীমাংসকগণের মধ্যে 'উৎপত্তিবাদী' বলে পরিচিত এবং তাঁর মতবাদের নাম উৎপত্তিবাদ। ভট্টলোল্লটের মতে 'কাব্য' বা 'নাট্য' থেকে যে রস বোধ হয়, তা পাঠক বা প্রেক্ষক সমাজের পক্ষে গৌণ। পাঠক অথবা প্রেক্ষক, সাধারণভাবে কোনও সহৃদয়ের চিত্তেই মুখ্যভাবে রসের উৎপত্তি হয় না। দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র অবলম্বন করে যেখানে নাট্যের অভিনয় হচ্ছে, সেখানে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীগণ অনুকার্য, যে সকল অভিনেতা তাঁদের 'রূপ' গ্রহণ করেন, ঐ সকল চরিত্র সমূহের 'অনুকরণ' করে প্রেক্ষক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁরা 'অনুকর্তা'। কেননা, নাট্য লোকবৃত্তের অনুকরণ মাত্র। ভরতাচার্য বলেছেন—'লেকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি'। সুতরাং দুষ্যন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী নাট্যে 'অনুকার্য', এবং কুশীলব গণ সেই সকল ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক চরিত্রেরই 'অনুকর্তা', এক্ষেত্রে, কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তা - এই চার জনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় 'অনুকার্য', এক্ষেত্রে, কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তা- এই চার জনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় 'অনুকার্য', তিনিই যথার্থ রস অনুভব করে থাকেন। শকুন্তলা-বিষয়ক যে শৃঙ্গার রস তা মুখ্যত ঐতিহাসিক (অথবা পৌরাণিক) দুষ্যন্তের পক্ষেই সম্ভব। বিভার, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের পরস্পর 'সংযোগে' ঐ 'রস' সেই ঐতিহাসিক দুষ্যন্তের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। রস মুখ্যভাবে নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি রসের মুখ্য আশ্রয়। বিভাবের দ্বারা রতি, শোক প্রভৃতি স্থায়ীভাব প্রথমে নায়ক-নায়িকা প্রভৃতিতে উৎপন্ন হয় এবং পরে ব্যাভিচারিভাবের সংস্পর্শে এসে রসে পরিণত হয়। রত্যাদি স্থায়ীভাবের পরিণতিই রস, তাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তিই 'রস' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়। রসোৎপত্তির প্রতি কারণ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ। বিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব, অর্থাৎ বিভাবের দ্বারা রস উৎপন্ন হয়। অনুভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ গম্য-গমকভাব, অর্থাৎ অনুভাবের দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদীয়মান রসাত্মক চিত্তবৃত্তি জ্ঞাপিত হয়। ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ পোষ্যপোষকভাব, অর্থাৎ ব্যভিচারিভাবের দ্বারা উপচিত হয়ে রস পূর্ণ পরিণতি করে ও আস্বাদ্য হয়ে ওঠে[৩]। 'বিভাব' রস বীজের উৎপত্তির প্রতি কারণ হতে পারে এবং অনুভাব তার সত্তা সাধারণ্যে ঘোষণা করে দিতে পারে, কিন্তু ঐ বীজের মধ্যে যে পূর্ণ ফলপুষ্প বিশোভিত বনস্পতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তা তখনই সফলতা লাভ করতে পারে, যখন 'ব্যভিচারিভাব' - রূপ সহকারিকারণের দ্বারা ঐ রসাঙ্কুরের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। শৃঙ্গার রসকে শঙ্কা, অসূয়া, বিতর্ক, নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব পরিপূর্ণ আস্বাদ্যতা দান করে। কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্যন্তের রতিভাব আপন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কন্বের তপোবনে রূপমুগ্ধ মহারাজ দুষ্যন্তের হৃদয়ে শকুন্তলার জন্ম-বিষয়ে 'বিতর্ক', রাজসভায় উপনীতা শকুন্তলাকে দেখে দুর্বাসার শাপ প্রভাবে দুষ্যন্তের আকস্মিক 'মোহভাব', তারপর শকুন্তলার অন্তর্ধানের পর ক্রমশ মহারাজের পূর্ববৃত্তান্ত 'স্মরণ' এবং তার জন্য আত্মধিক্কার বা 'নির্বেদ'- এরূপ কত বিচিত্র ব্যভিচারি ভাবের সমাবেশে মহারাজ দুষ্যন্তের শকুন্তলা বিষয়ক 'রতি' শবলিত হয়ে উঠেছে, পরিপুষ্টি লাভ করেছে, 'বিশম শিলা সঙ্কটস্খলিতবেগ' নদী প্রবাহের মত গতিশীল হয়ে উঠেছে, কোথাও মন্দ হয় নি। শুদ্ধ বিভাব, শুদ্ধ অনুভাব অথবা শুদ্ধ সঞ্চারিভাবের দ্বারা প্রকৃত রসবোধ সম্ভবপর নয়। এদের পরস্পর সংহতির দ্বারাই চরম পরিপূর্ণতা ও সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর[৪]।

ভট্টলোল্লটের মতে, এই নায়কাদিনিষ্ঠ রস নটে আরোপিত হয়। যে নট-নটী নায়ক-নায়িকার অভিনয় করেন তাঁরা নায়কাদির তুল্যাবেশ পরিধান করেন এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁদের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণকৃত সাদৃশ্য ও অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য সহৃদয় রঙ্গ প্রেক্ষক অভিনয় দর্শনের সময় নট নটীকেই প্রকৃত পাত্র-পাত্রী ও রসের আশ্রয় বলে মনে করেন। তারপর সহৃদয় সামাজিক কর্তৃক এই রস প্রত্যক্ষীকৃত হয়। রসাস্বাদ এই আরোপমূলক অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর। রস মুখ্যভাবে নায়ক-নায়িকাদি নিষ্ঠ, সামাজিকনিষ্ঠ নয়, রস নট-নটীতে আরোপ করে সহৃদয় কর্তৃক জ্ঞাত হয় এবং এই প্রতীতিই রঙ্গ-প্রেক্ষকের চিত্তে অলৌকিক আনন্দ সঞ্চারিত করে। ভট্টলোল্লট বলেছেন, যদিও রস মুখ্যভাবে নায়কনিষ্ঠ ও নট-নটীতে তার আরোপ মাত্র করা হয় বলে 'রস-নটাদি-নিষ্ঠ'- এই অনুভূতি অসত্য, তবুও এই মিথ্যা অনুভূতি থেকেই রঙ্গপ্রেক্ষক ব্যক্তিগত আনন্দ লাভ করে থাকেন। ভট্টলোল্লট একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, কখনও কখনও মিথ্যা অনুভূতি থেকেও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অনুভব করা যায়। রজ্জুতে যার সর্পভ্রম হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি দূরত্ব বা স্বল্পালোকের জন্য রজ্জুকে সর্প বলে মনে করেন, তার রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান মিথ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মিথ্যা অনুভবও তাঁর চিত্তে যথার্থ অনুভবের তুল্য ক্রিয়া উৎপন্ন করে। অর্থাৎ প্রকৃত সর্পের সম্মুখীন হলে সে যেমন দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে বা ভয়ে কম্পমান হয়, এ ক্ষেত্রেও সাময়িকভাবে সেরূপ কার্য করে। একইভাবে যদিও রস মুখ্যভাবে নায়কাদিনিষ্ঠ-এর আধার নট-নটী নয়, তবুও নট-নটী প্রভৃতিকে ভ্রমবশতঃ সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষক অভিনয় দর্শনের সময় সাময়িকভাবে পাত্র-পাত্রী বলে মনে করেন এবং তারাই রসের আশ্রয়, এই অসত্য অনুভূতি তাঁর চিত্তে জাগ্রত হয়। পূর্ব-প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন মিথ্যা সর্পের অনুভূতি ভয় কম্পনাদি উৎপন্ন করে, ঠিক সেই ভাবে অসত্য রসাশ্রয়ত্বের অনুভূতিও অভিনয়-দর্শনের সময় সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত করে।

ভট্টলোল্লট বলেছেন রঙ্গ প্রেক্ষকের প্রাগুক্ত রসাশ্রয় জ্ঞান বা অনুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বেদ্য। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ বশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাকেই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (পাবসেপশন, ইমিডিয়েট নলেজ) বলা হয়। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এই সম্বন্ধকে নৈয়ায়িকগণ সন্নিকর্ষ শব্দের দ্বারা বোধিত করেছেন। সন্নিকর্ষ দুই প্রকার-লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ছয় প্রকার। ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে দ্রব্য প্রত্যক্ষগোচর হয়, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধের জন্য দ্রব্য সমবেত রূপ, গুণ, কর্ম ও সামান্যের প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য সমবেত রূপাদিতে সমবেত রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ হয়, সমবায় থেকে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সমবেত-সমবায় থেকে শব্দ-সমবেত শব্দত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় এবং বিশেষণ সম্বন্ধে অভাব ও সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসংযোগ কারণ, দ্রব্য সমবেত রূপের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় কারণ, দ্রব্যে সমবেত রূপে সমবেত রূপাত্বাদির প্রত্যক্ষে চক্ষুসংযুক্ত-সমবেত-সমবায় কারণ, শব্দের প্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন-সমবায় কারণ ও শব্দ-সমবেত শব্দত্বাদির প্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন-সমবেত-সমবায় কারণ[৫]। ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়াও তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেছেন নৈয়ায়িকগণ। সেগুলি হল— সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি, জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি ও যোগজ প্রত্যাসত্তি। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ লৌকিক ও অলৌকিক দুই প্রকার প্রত্যক্ষেই অপরিহার্য। লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয় সবসময় ইন্দ্রিয়ের কাছে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের অজনকের সঙ্গেও সন্নিকর্ষ হয়, অবিদ্যমানের সঙ্গেও সন্নিকর্ষ হয় এবং অযোগ্যের সঙ্গেও সন্নিকর্ষ হয়। অতীত এবং অনাগত সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা, জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা অবর্তমান বিষয়েরও বর্তমান থাকলেও অযোগ্য বিষয়ের

প্রত্যক্ষ হয় এবং যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সব সময় সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষে সামান্য-বিষয়ক জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি। এই সন্নিকর্ষ স্বীকার করার ফলে একটি ঘট দেখে সকল ঘটের জ্ঞান হয়, একটি বহ্নি দেখে সকল বহ্নির জ্ঞান হয়। সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার নাকরলে বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির, ধূমত্বরূপে সকল ধূমের জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না এবং এই ব্যাপক জ্ঞান উৎপন্ন না হলে 'অনুমান'-রূপ প্রমাণ আদৌ সম্ভব হতে পারে না। যুক্ত ও যুঞ্জান-যোগী ভেদে যোগজ প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। যুক্ত যোগীর যোগজ ধর্মের সাহায্যে মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান সর্বদাই উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু যুঞ্জানযোগীর উক্তরূপ প্রত্যক্ষে চিন্তা বিশেষ সহকারী। জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষে জ্ঞানই সংযোগাদিবৎ সন্নিকর্ষ, কিন্তু এর কোটিদ্বয় একদিকে ইন্দ্রিয়, অপর দিকে জ্ঞানের বিষয়। সামান্য লক্ষণের ন্যায় বিষয়ের আশ্রয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ এতে হয় না, হয় শুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে। দ্বিবিধ সন্নিকর্ষের ভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' কার বিশ্বনাথ বলেছেন- "বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞান-লক্ষণঃ।"

যদি জ্ঞান লক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার না করা হয় তাহলে 'চন্দন সুরভি'- এই চাক্ষুষ জ্ঞানে সৌরভের প্রতীতি উৎপন্ন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পূর্বে চন্দনের সৌরভ অনুভব করেছেন সেই ব্যক্তি দূর থেকে অন্য কোন চন্দন কাষ্ঠের খন্ড দেখে তার ঘ্রাণ গ্রহণ না করেই যখন 'চন্দন সুরভি'- এই মন্তব্য প্রকাশ করে, তখন চন্দনাংশে লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষীকরণ সম্ভব হলেও সৌরভাংশের প্রতীতি জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়া অসম্ভব। জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিরূপ সম্বন্ধ হচ্ছে 'স্বসংযুক্তমনঃ - সংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞান বিষয়ত্ব' রূপ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মন, মনের সঙ্গে সংযুক্ত আত্মা, আত্মায় পূর্বানুভূত চন্দন - সৌরভের জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। তার বিষয় সৌরভ। এই পরম্পরাসম্বন্ধে চন্দনের ঘ্রাণ গ্রহণ না করেই 'চন্দন সুরভি'- এই প্রত্যক্ষ প্রতীতি সম্ভব। ইন্দ্রিয়-সংযোগরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা এরূপ প্রতীতিতে চন্দনাংশের জ্ঞান হয় এবং জ্ঞান লক্ষণ রূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা সৌরভাংশের জ্ঞান হয়।

ভট্টলোল্লটের মতে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে শৃঙ্গার রস মুখ্যভাবে দুষ্যন্তে বিদ্যমান। শৃঙ্গার রসের আধার দুষ্যন্ত, কবিও নয়, কাব্যো নয়, সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষকও নয়। রঙ্গ প্রেক্ষকের অভিনয় দর্শনকালে ভ্রান্ত প্রতীতি উৎপন্ন হয়। নট-নটীর আচাব সাম্য ও বেশ-সাদৃশ্যের কারণে সে তাদেরকেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা বলে মনে করে। সহৃদয় সামাজিক সেই সময় নটে দুষ্যন্তত্ব ও নটীতে শকুন্তলাত্ব আরোপ করার জন্য সাময়িকভাবে নট-নটীকেই নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রসের আশ্রয় বলে মনে করে। এই আরোপিত রসের প্রত্যক্ষীকরণ তার চিত্তে অলৌকিক আনন্দ সঞ্চারিত করে। ভট্টলোল্লটের মতে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারাই রতি প্রভৃতি পরকীয় মানসিক ভাবের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। পূর্বে একাধিকবার চেষ্টা, মুখরাগ, কৃশতা, নিদ্রাভাব প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা রঙ্গপ্রেক্ষক অন্যব্যক্তিনিষ্ঠ রতি অনুমান করেছে এবং নিজেরও সেরকম ভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি করেছে। অভিনয় দর্শনকালে দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা থেকে অভিন্ন বলে গৃহীত নট ও নটীর অনুরূপ চেষ্টা, মুখরাগ, কৃশতা, নিদ্রাভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করে সহৃদয় রক্ষপ্রেক্ষকের পক্ষে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা দুষ্যন্তাদিনিষ্ঠ রতির প্রত্যক্ষীকরণ যুক্তিযুক্ত। সহৃদয় রঙ্গ-প্রেক্ষকের চিত্তে অভিনয় দর্শনকালে জায়মান ইনি দুষ্যন্ত, 'ইনি শকুন্তলাবিষয়করতিমান'- এই জ্ঞানে লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা দুষ্যন্ত থেকে অভিন্ন বলে গৃহীত নটের প্রতীতি হয় এবং জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা রতির প্রতীতি হয়[৬]। ভট্টলোল্লটের মতে এরূপ অনুভবই রস। ভট্টলোল্লটের এই উৎপত্তিবাদ কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ লোল্লটের মতে, রঙ্গ প্রেক্ষক অনুকারক নট-নটীকে অনুকার্য মুখ্য পাত্র পাত্রী বলে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ

জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তির দ্বারা রঙ্গপ্রেক্ষকের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিষয়ক প্রত্যাক্ষানুভব হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ অসত্য অনুভূতি থেকে ব্যক্তিগত আনন্দ উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ কাব্য সর্বদাই আনন্দ দান করে। এই কয়টি সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলেই ভট্টলোল্লটের মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হবে।

ভট্টলোল্লট প্রথমে যে সিদ্ধান্তটি স্বীকার করে নিয়ে রসের আস্বাদন প্রকার উদঘাটিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তা সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষকের অনুভব বিরুদ্ধ। অভিনয় দর্শনকালে সহৃদয় সামাজিক যখন বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন তিনি মনে করেন যে, প্রকৃত পাত্র-পাত্রী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু নটে পাত্রত্বারোপ ও বাহ্যজ্ঞানলুপ্তি কখনই দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। রঙ্গপ্রেক্ষক কখনই অভিনয়ের সমস্ত সময় ধরে নট-নটীকে পাত্র-পাত্রী বলে গ্রহণ করেন না। যাঁদের আদৌ এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না তাঁরাও অভিনয় দর্শন করে রসাস্বাদজনিত আনন্দ উপভোগ করেন। সুতরাং ভট্টলোল্লটের প্রথম সিদ্ধান্তটি সহৃদয় রঙ্গ প্রেক্ষকের অনুভব বিরুদ্ধ বলে অসিদ্ধ।

ভট্টলোল্লটের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও অযৌক্তিক। 'দুষ্যন্ত রতি যুক্ত', 'রতি দুষ্যন্তে উৎপন্ন হয়েছে'- এই জ্ঞানে অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তির দ্বারা রতির প্রতীতির কথা যুক্তিহীন। একই বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাত্মক পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ সমুদয় উপস্থিত থাকলে ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হয়, অনুমানাত্মক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'রতি দুষ্যন্তে উৎপন্ন হয়েছে'- এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষের বিষয় দুষ্যন্ত থেকে অভিন্ন বলে গৃহীত নট এবং অনুমানের বিষয় রতিরূপ স্থায়ীভাব। বিষয়ভেদের কারণে উৎপদ্যমান রতিবিষয়ক জ্ঞানের অনুমানজত্বই স্বীকার করতে হয়। বিষয়ের ভিন্নতা থাকলেও যদি প্রত্যক্ষ-সামগ্রীকে বলবান বলে গ্রহণ করা হয় জ্ঞানকে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণজাত বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে অনুমানের অস্তিত্ব সর্বতোভাবে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সামগ্রী তুল্যভাবে উপস্থিত থাকলে যদি তাদের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা আনুমানিক। 'চন্দন সুগন্ধি' এই জ্ঞানে যদিও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় চন্দন এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় সুগন্ধ, সুতরাং বিষয়ের ভিন্নতা রয়েছে, তবুও উৎপদ্যমান জ্ঞানকে অনুমানলভ্য বলা যাবে না, তার কারণ অনুমানের কোনো সামগ্রীই উপস্থিত নেই। অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ এই দুই সামগ্রী সমান ভাবে বিদ্যমান থাকলেই বিষয় বিভেদজ্ঞানের অনুমানজাতত্বের নির্দেশক। সুতরাং সহৃদয় সামাজিকের রতি বিষয়ক জ্ঞানের অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমাণ জাতত্বের কথা ভিত্তিহীন।

ভট্টলোল্লটের তৃতীয় সিদ্ধান্ত –অসত্য অনুভূতি থেকে আনন্দ লাভের বার্তা ও যুক্তিযুক্ত নয়। ভট্টলোল্লট বলেছেন যে, 'রস নট-নটীনিষ্ঠ' এই জ্ঞান মিথ্যা হলেও সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষকের চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত করে। এই প্রসঙ্গে ভট্টলোল্লট রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। মিথ্যা অনুভূতি সবক্ষেত্রেই আনন্দ দান করে না। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ভয়, কম্পন, আবেগ প্রভৃতি উৎপন্ন করে, কিন্তু তা থেকে আনন্দ লাভের বার্তা সহৃদয় সামাজিকের অনুভব বিরুদ্ধ। রঙ্গপ্রেক্ষকের চিত্তে অভিনয় দর্শনকালে যে মিথ্যা জ্ঞান উদিত হয় এবং দূরস্থিতি ও স্বল্পালোকের জন্য রজ্জুকে সর্পরূপে গ্রহণ রূপ যে মিথ্যা জ্ঞান আবির্ভূত হয়- এই দুই প্রকার জ্ঞানকে ভট্টলোল্লট সমজাতীয় বলেছেন। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখিয়েছেন। রঙ্গপ্রেক্ষক রসাস্বাদের সময় নট-নটীকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী বলে মনে করেন এবং 'প্রকৃতপক্ষে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-নিষ্ঠ রসের আশ্রয় নট'- এরূপ ভ্রান্তি তাঁর চিত্তে উদিত হয়। নটে দুষ্যন্ত জ্ঞান রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায়ই অতাত্ত্বিক। প্রকৃত সর্প উপস্থিত থাকলে যে ভাব চিত্তে জাগ্রত হয় তা যেমন রজ্জু সঞ্চারিত করে, একইভাবে রক্তমাংসের দেহধারী রতিমান প্রকৃত দুষ্যন্ত রঙ্গ প্রেক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত থাকলে তাঁর চিত্তে

যে ভাব উদিত হত, অভিনয় দর্শনকালেও সেই ভাবের আবির্ভাবই স্বাভাবিক। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা তাঁদের প্রণয়লীলার দ্বারা বিদূষক, অনসূয়া বা প্রিয়ংবদার চিত্তে যে ভাব সঞ্চারিত করতেন সহৃদয় সামাজিকের চিত্তেও অনুরূপ ভাবের উদয় হত। এই ভাবকে আনন্দ বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মনে আলাদা আলাদা ভাব উদ্বুদ্ধ করত। নায়ক-নায়িকার প্রণয়কেলি প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার মনে লজ্জা সঞ্চার করত, দুষ্যন্তের জন্য শকুন্তলার কামজ পীড়া সখীদ্বয়ের চিত্তে দুঃখ সঞ্চার করত, আবার শকুন্তলা বিরহিত দুষ্যন্তের বিলাপ সকলের মনে গভীর শোক সঞ্চার করত। যদি সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষক এই সমস্ত ভাব অনুভব করেন, তাহলে তাঁর মনে লজ্জা উৎপন্ন হতে পারে, ঘৃণা উৎপন্ন হতে পারে, কখনও আনন্দও উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করা সম্ভব নয়। সাহিত্যশাস্ত্রপ্রণেতাগণ রসকে অলৌকিক ও আনন্দময় স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। উক্ত-রূপে সামাজিকের চিত্তে লৌকিক সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির উদয় মেনে নিলে এবং তাদেরকেই রস বলে গ্রহণ করলে রসের অলৌকিক সংজ্ঞা যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। এটা আলংকারিক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, তার কারণ আলংকারিকরা সকলেই রসকে অলৌকিক বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং ভট্টলোল্লটের তৃতীয় সিদ্ধান্তটিও যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া কাব্য সর্বদাই আনন্দ দান করে ভট্টলোল্লটের এই ধারণাও ভাল। আত্মপ্রকাশ ও মনুষ্যত্বের প্রকাশই সাহিত্যের মুখ্য ফল, আনন্দ পরিবেশন আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। মানুষ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার কারণ মানুষ সাহিত্যে মনুষ্যত্বের বৃহৎ রূপকে উপলব্ধি করতে পারে। যে কাব্যে যত মহৎ মনুষ্যত্ব প্রতিফলিত হয় সেই কাব্যের আবেদনও তত সর্বজনীন, -এটাই কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনে সহৃদয় সামাজিককে প্রবৃত্ত করে। সব সময় কাব্যিক আনন্দ লাভের কথা সহৃদয় সামাজিকের অনুভব বিরুদ্ধ।

লোল্লট সম্মত রসতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ আরও কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করে তাঁর মতবাদকে খন্ডন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কোন কোন সমালোচকের মতে, লোল্লটের রসতত্ত্ব কার্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সামানাধিকরণ্য নীতিকে লঙ্ঘন করে। নৈয়ায়িকগণের মতে, দুটি পদার্থের মধ্যে কার্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ থাকতে হলে তাদের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একই আধারে বিদ্যমানতা অপরিহার্য। দধির কারণ দুগ্ধ, পূর্বে যেটা দুগ্ধাকারে থাকে পরে সেটাই রূপান্তরিত হয়ে দধির আকার ধারণ করে, এখানে দুগ্ধত্ব ও দধির একই পদার্থে বিদ্যমান। এইভাবে যেখানেই দুটি পদার্থের মধ্যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ থাকবে, সেখানে তাদের একাধারে অবস্থিতিরূপ সামানাধিকরণ্য অবশ্যই থাকবে। ভট্টলোল্লটের রসতত্ত্বে আনন্দ ও রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের মধ্যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব কারণ, আনন্দ তার কার্য। কিন্তু এই কার্য ও কারণের মধ্যে সামানাধিকরণ্য নেই। নায়ক-নায়িকা রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের আশ্রয়, কিন্তু সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষক আনন্দের আশ্রয়। এই কারণেই সমালোচকগণ বলেছেন যে, ভট্টলোল্লটের রসতত্ত্বে নৈয়ায়িক-প্রসিদ্ধ সামানাধি করণ্যনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। লোল্লটের রসবাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্য পন্ডিতবৃন্দের এই সমালোচনা অযৌক্তিক। কারণ, তিনি রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব ও আনন্দের মধ্যে কার্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধের বর্ণনা করেননি। তাঁর মতে রত্যাদি অলৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই আনন্দোদ্বোধের কারণ। কারণীভূত এই জ্ঞান এবং কার্যভূত আনন্দ -এই দুটিরই আশ্রয় সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষক। অতএব সামানাধিকরণ্য নীতিকে লঙ্ঘন করার যুক্তি ভিত্তিহীন।

শ্রীশঙ্কুক লোল্লটের মতবাদের বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। ভট্টলোল্লটের মতে, নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদি নট-নটীর উপর আরোপ করে সহৃদয় সামাজিক কর্তৃক প্রত্যাক্ষীকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে শঙ্কুক মন্তব্য করেছেন যে, নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদির জ্ঞান রঙ্গপ্রেক্ষকের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, তার কারণ অভিনয় দর্শনের সময় নায়ক-নায়িকা বা তাদের বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত থাকে না। রঙ্গপ্রেক্ষক যখন 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখেন তখন দুষ্যন্ত, শকুন্তলা ও অন্যান্য বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি সামনে উপস্থিত না থাকার কারণে শকুন্তলাকে লক্ষ্য করে দুষ্যন্তের চিত্তে যে রতিভাব জাগ্রত হয়, তার জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু দুষ্যন্তাশ্রিত রতির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না সেহেতু সেই রতিকে অন্যত্র নটাদিতে আরোপ করাই প্রশ্নই ওঠে না। প্রসিদ্ধ আলংকারিক ভট্টনায়ক ও ভট্টলোল্লটের রসবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন রঙ্গপ্রেক্ষক যখন নায়ক-নায়িকাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন নি, তখন নায়ক-নায়িকাগত রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়ীভাবকে অনুকারক নটাদির উপর আরোপ করার কোন ক্ষমতা তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রঙ্গপ্রেক্ষক যেহেতু দুষ্যন্ত বা শকুন্তলাকে কোন দিন দেখেন নি, সেই জন্য দুষ্যন্তাশ্রিত রতিভাবকে অনুকারক নটের উপর আরোপ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। শ্রীশঙ্কুক ও ভট্টনায়কের কাছে লোল্লটের রস-বাদের প্রকৃত তথ্য প্রতিভাত হয়নি বলেই তারা উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রাগুক্ত বিদূষণমূলক সমালোচনার অবতারণা করেছেন। সহৃদয় সামাজিক যে নটের উপরে দুষ্যন্তের অভেদ ও দুষ্যন্তাশ্রিত রত্যাদির আরোপ করেন, তা জ্ঞাতসারে নয়, অজ্ঞাতসারে। এই আরোপ ভ্রান্তি-পযুক্ত। রঙ্গপ্রেক্ষক অনুকারক নটের বেশসাম্য ও অভিনয়নৈপুণ্য দেখে ভ্রমবশতঃ তাঁকে দুষ্যন্ত থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন, অর্থাৎ দুষ্যন্তাশ্রিত রত্যাদির আধার বলে মনে করেন। রঙ্গ প্রেক্ষক অভিনয় দর্শনের সময় মঞ্চে তাঁর সামনে উপস্থিত যে নটকে দেখছেন তিনি যে অনুকারক, অনুকার্য নন-সাময়িকভাবে এই জ্ঞান তাঁর থাকে না। অভিনয় দর্শনকালে প্রকৃত পাত্র ও নটের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। সুতরাং সামাজিককৃত আরোপ যখন জ্ঞানকৃত নয়, ভ্রান্তি প্রযুক্ত, তখন সামাজিকের পক্ষে প্রকৃত নায়কনিষ্ঠ-রত্যাদি-স্থায়ীভাব-বিষয়ক জ্ঞানের অপরিহার্যতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। যদি রঙ্গপ্রেক্ষক জ্ঞাতসারে অনুকারক নটের উপর দুষ্যন্তাশ্রিত রতি আরোপ করতেন, তবে আরোপের আগে সেরূপ রতিজ্ঞানের প্রয়োজনীতা স্বীকার করতে হত। ভট্টলোল্লট কোথাও উক্তজ্ঞানের জ্ঞানকৃততার কথা বলেননি। তিনি রত্যাদিস্থায়ীভাববিষয়ক জ্ঞানকে রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে প্রাগুক্ত আরোপের ভ্রম-প্রযুক্ততাই জ্ঞাপিত করেছেন।

ভট্টলোল্লটের রসবাদের আরও একটি ত্রুটি দেখানো যেতে পারে। ভট্টলোল্লটের মতে, অভিনয় দর্শনের সময় দর্শক বিশেষ ফল লাভ করেন বলেই নাট্যাভিনয় দর্শনে প্রবৃত্ত হন এবং এই ফল হল আনন্দ। আনন্দ লাভের যে কারণ তিনি নির্দিষ্ট করেছেন তা কিন্তু সহৃদয়-হৃদয়-হৃদ্য নয়। ভট্টলোল্লট বলেছেন- 'এই নায়িকাভিন্ন নট রত্যাদিস্থায়ীভাবের আশ্রয়', 'ইনি দুষ্যন্ত, ইনি শকুন্তলা-বিষয়করতিমান', 'ইনি রাম, ইনি সীতা-বিষয়ক শোকের আশ্রয়', দর্শকের এরূপ জ্ঞান থেকেই আনন্দ উৎপন্ন হয়। পরাশ্রিত রত্যাদির জ্ঞান কিভাবে আনন্দ সঞ্চার করে তা বোঝা মুশকিল। এই সমস্ত দোষে দুষ্ট ভট্টলোল্লটের রসতত্ত্ব[৭]। তাই ভট্টল্লোটের পরবর্তী যুগেই তাঁর রসতত্ত্বের সমালোচনার বহ্নিতে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এরকম বেশ কয়েকটি দোষে মতবাদটি দুষ্ট হলেও প্রথম ব্যাখ্যাকারদের অন্যতম বলে ভট্টলোল্লটের অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১। নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪, কাব্যালোক (প্রথম খন্ড), সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ৪৯।

২। "ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভটশঙ্কুকাঃ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্ত্তিধরোহ পরঃ।।" - সঙ্গীতরত্নাকর, ১, সাহিত্য মীমাংসা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ৩৯।

৩। এতদ্বিবৃন্বতে ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ -"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাদ্, অনুভাবেন গম্যগমকভাবরূপাদ্, ব্যভিচারিণা পোষ্যপোষকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিঃ অভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ।" - গোবিন্দঠক্কুরকৃত কাব্য-প্রদীপ, পৃঃ ৬৩ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

৪। "এবং চ বিভাবৈরীষদ্ অভিব্যক্তিঃ, অনুভাবৈঃ স্ফুটা, ব্যভিচারিভিঃ স্ফটতরা-ইতি সমুদায়-জন্যাভিব্যক্তিরেব রসত্বাপাদিকেতি।" -বৈদ্যনাথ বিরচিত কাব্য-প্রদীপটীকা, পৃষ্ঠা - ৬২।

৫। "বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোহপি ষড়্বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ, সংযুক্ত-সমবায়তঃ।।
দ্রব্যেষু সমবেতানাং, তথ্য তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং, শব্দস্য সমবায়তঃ।।
তদ্বৃত্তীনাং সমবেত-সমবায়েন তু গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।।"

- ভাষা পরিচ্ছেদ, ৫৯, রসসমীক্ষা, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৫৮।

৬। "মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়বিভাবাদ্যতিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনু-কর্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেহস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোহয়ং শকুন্তলাদি-বিষয়করতিমান্ ইত্যাদিঃ প্রাগ্বদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিকারোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ।"

-রসগঙ্গাধর, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, পৃষ্ঠা-৩৩।

৭। রসসমীক্ষা, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৫৬-৬৭।

গ্রন্থপুঞ্জী:

১। ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৯৪৩।
২। মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, রসসমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
৩। আচার্য, রামানন্দ, (সম্পাদিত) কাব্যপ্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
৪। দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার, কাব্যালোক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৪।
৫। বসু, অমলেন্দু, সাহিত্যচিন্তা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
৬। ভাদুরী, সন্ধ্যা, (সম্পাদিত) রসগঙ্গাধর, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
৭। চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, সাহিত্যদর্পণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৮।
৮। ঝা, সুমন কুমার, কাব্যবিমর্ষ, অভিষেক প্রকাশন, দিল্লী, ২০০৭।
৯। দে, এস.কে., হিস্ট্রি অফ্ স্যান্সকৃট্ পোয়েটিক্স্ (দুই খন্ডে), সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬০।
১০। কাণে, পি.ভি., হিস্ট্রি অফ্ স্যান্সকৃট্ পোয়েটিক্স, চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী বারাণসী-পাটনা-মাদ্রাজ, ১৯৮৫।